শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল

৫৫ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৪ ❀ নভেম্বর, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত।	৩
২। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী	—	৪
৩। সব আরাধ্যের শ্রেষ্ঠ আরাধ্যবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। মহাপ্রভু কি একজন সমাজ সংস্কারক	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ।	৬
৫। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ	ব্রহ্মচারী—ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ।	৮
৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠে আটদিন ব্যাপী 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' ক্লাস	—শ্রী সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।	১০
৭। শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা ...	সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।	১৪
৮। বিহার রাজ্যের আরা জিলায় আয়োজিত অন্তরাষ্ট্রীয় ধর্ম সম্মেলন	—	১৭
৯। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৮
১০। বাগবাজার দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে ও শোভাবাজার রাজবাড়ী -তে বুকস্টল	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৫ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক, ১৪২৪ ❀ নভেম্বর ২০১৭

সারকথা

**ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২১।২৪)

**ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২১।২৫)

**জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২২।৫৪)

**প্রভু বলে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা 'জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥"**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২৩।৭৭-৭৮)

**অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২৩।৪৬৮)

**ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ-ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২৪।৭২)

**হেন প্রেম-কলহের মর্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২৪।৯৭)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক অচৈতন্যজীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্যজীবের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসার (হয়)।

—চৈঃ চঃ মঃ অনুভাষ্য ৭।১৩০, ১৫২

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনাম-গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। বদ্ধ জীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান।

নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

কৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জ্জিত গৃহব্রতগণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বশে চালিত হইয়া ভগবদ্দর্শনে চিরবঞ্চিত। সকল ইন্দ্রিয়ের নিত্যা গতিই ভগবান বিষ্ণু। গতিই ভগবান বিষ্ণু। মায়াবদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি হইতে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহা ভক্তিবিরোধী ভোগ মাত্র।

—ভাঃ ১১।৭।৯ বিবৃতি

ভগবৎপ্রাকট্যের অনুভূতিবর্জ্জিত বিবাদময় কলিযুগের মানবগণ অভদ্ররুচি-বিশিষ্ট হন, সুতরাং ভগবদ্ভক্ত ভদ্র-মহোদয়গণ ভগবদনুভূতি-বর্জ্জিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত ধরায় বাস করেন না।

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে ''প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে'' দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য কৃষ্ণ উদ্ধবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধরহিত সংসারে বাস করিয়া অভদ্ররুচিবিশিষ্ট হইতে নিষেধ করিতেছেন।

—ভাঃ ১১।৭।৫ বিবৃতি

যাহারা ভগবানের নিত্য চমৎকারময়ী লীলা-কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, তাহারাই ভগবদিতর অন্য বস্তুর স্পৃহা করে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে জীবের ইতর কথা শুনিবার আর ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণকথা শুনিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। তাহা না করিলে জীবের কৃষ্ণেতর ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

—ভাঃ ১১।৬।৪৫ বিবৃতি

শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ পরম-সত্যের প্রচার বর্ত্তমান-যুগে গৌড়ীয় মঠের দ্বারাই সাধিত হইতেছে।

গৌড়ীয়-তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ নিত্যানন্দ লাভ করুন।

সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। ''পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে। ভাগবত কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।''—এই কথা সমগ্র মানব-জাতির নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের নিদর্শন হউক।

'জৈবধর্ম্ম' ও 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত' বিশ্বের সুধীগণের আরাধ্যবস্তু হউন। তাঁহারা নিরপেক্ষ ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবত-গ্রন্থকে একই বস্তু জানুন।

অনুক্ষণ ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্‌বিচারপরা স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। যাবতীয় ছলবিচারের কুজ্ঝটিকা আপনা হইতেই ভাগবতার্কমরীচি-মালার সম্পাতে মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।

—গৌঃ ১৫।১।৩

আচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস, সুতরাং গুরুদেবে চৈতন্যদাস-ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক।

সেবা প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেব সেব্যের সেবা-ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়-বিগ্রহ-বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রে কথিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

—চৈঃ চঃ 'অনুভাষ্য' আদি ১ম *(ক্রমশঃ)*

সব আরাধ্যের শ্রেষ্ঠ আরাধ্যবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-কটক সচ্চিদানন্দ মঠ, তারিখ:- ০৩-০৬-২০১১

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা পাওয়ার জন্য সব ভক্তগণ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের নাট্যমন্দিরে আমরা শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব পালন করছি। শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব পালন গুরুরূপে করাই উচিত। আমরা সকলে কি গুরুদেবের হতে পেরেছি? এটা Questionable যদি না হয়ে থাকি তাহলে গুরুপূজা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার আর যদি আমরা শ্রীগুরুদেবের হয়েই থাকি তাহলে ব্যাপারটা সুখময়। শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবের মহিমা বলা আছে, ভক্তগণ কিছু কিছু তাদের অনুভব থেকে বললেন আমরা শুনলাম, শ্রীগুরুদেব মহান বস্তু। যেরকম ভগবান মহান সেইরূপ ভগবানের ভক্তগণও মহান। কেননা মহাবদান্য লীলাটা ভগবান তার ভক্তগণের দ্বারাই করে থাকেন। **প্রকৃত অবস্থানে আমাদের সত্ত্বার পরিচয়টা হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে। এছাড়া আমাদের সত্ত্বার কোন পরিচয়ই নাই।**

''তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

মায়াজাল ছুটবে না ততকাল, যতকাল আমরা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে না আসতে পারি। সেজন্য শাস্ত্র বলছেন—

''আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥''
(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ)

শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের কৃপাপাত্র সেজন্য তার কৃপাই ভগবানকে দর্শন করাতে পারে। এই যে শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্বের নিগূঢ়ত্ব কোথায়? না—তিনি হরিতে কত প্রবণ, তিনি হরিতে কত লুব্ধ, হরিতে কত অভিজ্ঞ এই হিসেবে শ্রীগুরুদেবকে দেখানো হয়।

''গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥''
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৫)

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাটা গুরুরূপের দ্বারা আমাদের উপর বর্ষিত হয়। গুরু আরাধনার ব্যাপারে যদি বলতে যাই—''আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥'' শাস্ত্র বলছেন—সর্ব আরাধনার মধ্যে গুরু আরাধনা পরম। 'তদীয়ানাং সমর্চনম্...' অর্থাৎ **শ্রীগুরুদেবের হয়ে আমরা যখন অর্চন করি তখন 'তদীয়' বস্তুর অর্চন হয়। 'তদীয়' বস্তুর অর্চন হলেই শ্রীভগবানের আরাধনা হয় এটা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা।** সেজন্য আমাদের গুরু আরাধনাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠতত্ত্বের আরাধনা থেকেও আরও শ্রেষ্ঠ। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে—'তদীয়ানাং সমর্চনম্', এই কথাটা Very important কিন্তু সংসারে আমরা যতকিছু দেখছি সব ভগবানেরই। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সম্বন্ধ নিয়ে দেখতে হয়। এই কৃষ্ণ -কার্ষ্ণ সম্বন্ধরূপ দেখাবে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীশচীনন্দনের স্থান হিসেবে, গুরুবর্গের আরাধনার স্থান হিসেবে এবং সমস্ত ভক্তগণের ভক্তির degree অনুসারে এই স্থান শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য আমরা পুনঃপুনঃ এই ধামে ঘর করে থাকব। 'গুরুদেবতাত্মা' হয়ে আমাদের শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব করতে হয় এবং **জগতে যত আরাধ্য বস্তু আছেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য বস্তু হচ্ছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।** শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই আমরা হরিতত্ত্বের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি এবং হরিতত্ত্বের সান্নিধ্যে আমাদের ভগবদ্-প্রাপ্তি। আজ এত দেরী হলেও ভক্তগণ ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনছেন এবং এ ধামের অপ্রাকৃত লীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের, শ্রীশ্যামসুন্দরের, ভক্তগণের শ্রীজগন্নাথদেবের সন্নিকট হওয়াতে সবার কৃপার ছড়াছড়ি হচ্ছে। তাঁর কৃপা সবরকম ভাবে ভক্তের সহায় আছে এবং এখানকার ধূলিকে ধূলি না মনে করে অপ্রাকৃত মনে করলে আমাদের লাভ বেশী। ❑

আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত কথা সপ্তাহের ১৬টি DVD প্রকাশিত হইয়াছে। সুধীভক্তগণ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

মহাপ্রভু কি একজন সমাজ সংস্কারক

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

দীর্ঘ ৫৩২ বছর পর আজকের দিনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু বা জনমানসে তাঁর প্রেমধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ চিন্তা করলে কিছুটা বিস্ময় বা হতাশ হতে হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীবুদ্ধদেবের অহিংসাবাদ প্রেমের বিপরীত হিংসা ধর্মকে অনেকাংশে বিতাড়িত করেছিল সত্য পরিণামে অশুভ ফলস্বরূপ বেদের মান্যতা নষ্টপ্রায় হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে শিবাবতার শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ভক্তিকে আচ্ছন্ন করলেও পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের একমাত্র অসমোর্দ্ধ প্রামাণিক স্বরূপ বেদের মান্যতা স্থাপিত হয়েছিল। সেই বেদকে ভিত্তি করে রামানুজাচার্য, নিম্বাকাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্যাদি চার আচার্য বিষ্ণুভক্তি প্রচার করে বেদের মুখ্য তাৎপর্যে ভক্তিযোগকে স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস আদি ভক্ত কবি প্রাক্ চৈতন্যযুগে এবং গুরু নানক, শঙ্করদেব, সুরদাস আদি মহাপুরুষগণ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক কালে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। যার প্রভাব আজও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের ভিত ক্রমে এইভাবেই তৈরী হয়েছিল। তিনি আবির্ভূত হয়ে ভক্তির যে চরম সীমা দেখিয়ে গিয়েছেন তা ইতিপূর্বে কেউ প্রকাশ করেননি। বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের আন্দোলন বা ভগবৎ প্রেমের বিশেষ প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যমেই জগতে প্রচার লাভ করেছিল।

কলির প্রারম্ভে যে সময় শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন সামাজিক অবনতির একটা চরম পর্যায়ে ছিল সন্দেহ নাই। বিশেষ করে ভক্তিবাদ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। ভোগবাদের আরও জঘন্যরূপ সমাজকে দূষিত করেছিল। এমন সময়ে এক উৎকৃষ্টতম ভক্তির প্রকাশ দান করতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এসেছিলেন ধরাধামে। ভক্তিদাতা, প্রেমদাতা শিরোমণি রূপে বৈষ্ণব জগতে তাঁর খ্যাতি। আনুসঙ্গে তৎকালীন সময়ে যে বিপ্লব তিনি এনেছিলেন ঐতিহাসিকগণ তাঁকে সে যুগের রেনেসাঁ বলে থাকেন। মানবতার বিকাশে, জাতির গৌরব রক্ষার্থে, অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম আন্দোলন জগতে এনেছিলেন বলে সমাজে খ্যাত হলেও তাঁর প্রকাশিত প্রেমধর্ম্ম ছিল অতুলনীয়। আমরা বাঙালী অনেকেই জানি ''মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না''। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ''আমরা'' কবিতায় পাই ''বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া''। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়—

পথে কি দেখলে যেতে আমার গৌর দেবতারে।

যারে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে॥

যেখানে প্রেমের স্পর্শ, যেখানে হিয়ার বিষয় সেখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এসে যায়। আজ সমগ্র পৃথিবীতে সেই বস্তুটির বড় অভাব। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতার তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে আমরা দিন অতিবাহিত করছি। প্রেম শূন্যতার প্রভাবে সকলের মনে আজ কেবল আতঙ্ক। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক জীবন সর্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সম্প্রীতির অবনতি আর চতুর্দিকে হিংসার তাণ্ডব নৃত্যও সকলের মনে অশান্তি বাসা বেঁধে রয়েছে। তথাপি আমরা হারিয়ে ফেলছি শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান বৈশিষ্ট্যের কথা?

আমরা জানি চৈতন্যের পরিচয় মানেই তিনি ''নিমাই পণ্ডিত''। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের বলে কেশব কাশ্মিরী নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেছেন। আমরা জানি নবদ্বীপের দুই মদ্যপ মহাপাপী জগাই-মাধাইকে তিনি উদ্ধার করেছেন, তাদের আসুরিক প্রবৃত্তি দূর করে মানবতার বিকাশ করেছেন। আমরা জানি চাঁদকাজী দলন করতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম প্রতিবাদের মিছিল করে আন্দোলনের রূপকার হয়েছিলেন। আমরা জানি ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মায়ের আদেশে পুরী গিয়ে শ্রীজগন্নাথের ভক্তিতে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। পুরীতে তৎকালীন বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপাপূর্বক তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের শুষ্কতা দূর করে প্রেমের সঞ্চার করেছিল। দক্ষিণভারত ভ্রমণছলে এক কুষ্ঠব্যাধি পীড়িত ব্রাহ্মণকে তিনি উদ্ধার করেছেন। হরিনাম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণ দেশীয় মানব সমাজকে ভক্তিআলোক দান করেছেন। যবন কুলোদ্ভুত শ্রীহরিদাসকে তিনি অন্তকালে নিজ হস্তে সৎকার করে চরম উদারতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানকে নিয়েও আমাদের মনে বহু প্রকার সংশয়। কেউ

বলেন উনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়েছেন, কেউ বলেন পাণ্ডারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। আবার কারও কারও মতে উনি ভাবাবেশ কালে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেছেন।

অনেকের ধারণা শ্রীচৈতন্যদেব একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন থেকে তৎকালীন সমাজকে বাঁচিয়েছেন। ইনি জাতিভেদ দূর করে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। এনার সময়ে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল। ইনি নৃত্য, কলা, সংস্কৃতির বিকাশ পুরুষ ছিলেন। এঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরূপ-সনাতন হুসেন শাহের রাজমন্ত্রীত্ব ছেড়ে বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। ইনিই তৎকালীন জমিদার পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসকে চরম বৈরাগ্য ধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন। অনেকে মনে করেন পঞ্চদশ শতাব্দীর এই নায়ক ভাবুকতার বশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন হরিনাম সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে। আরও অনেক কিছুই শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে বিদ্বদ্ সমাজ লিখে চলেছেন। আমরা জানি—''নানা মুনির নানা মত''। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ে আজ অনেকেই ভ্রান্ত। যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী সেইরূপে দেখেন। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ, শ্রীরাধাভাব চুরি করে প্রেমাস্বাদন করে জগতকে জানিয়েছেন বিশুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ। যে প্রেমের কথা ইতিপূর্বে কেউ কখনও শুনেনি। অথচ আমরা তাঁর এদিকটার বিশেষ গুরুত্ব দিই না।

অনেকের ধারণা ইনি এক মহাপুরুষ ছিলেন। মহাপুরুষদের আগমন বিশ্ব কল্যাণের জন্য সন্দেহ নাই। যুগে যুগে তাঁরা এসেছেন। কখনও ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের বিস্তার, অধর্মের নাশ করেছেন। তার ফলেই সৃষ্টি রক্ষিত হয়ে আসছে। সময় সময় সন্ত মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনার পুষ্টিবিধান করেছেন। তাঁরা মানব সমাজকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন সত্য কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব একজন মহান ব্যক্তিত্ব বা সমাজ সংস্কারক বা একজন সন্ত মহাপুরুষ ছিলেন তা নয়। তাঁর বাস্তব স্বরূপ কেবল আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি বা অনুমানের গোচর নয়। শাস্ত্র প্রমাণে বা মহাজন উক্তির ভিত্তিতে সত্য প্রকাশিত হয় মাত্র। অপ্রাকৃত তত্ত্ব তর্ক বা বুদ্ধির অগোচর। পুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কথা কোথাও স্পষ্টভাবে এবং কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়গোস্বামী তাঁদের অনুভব থেকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বরূপের কথা। তাঁর নিত্য সঙ্গী শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যদেবের পরমত্ব ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখেছেন—''ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমামণ্ডলে'' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১৮)—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার নির্ণয়ে ব্যাসাদি মুনিগণও ভ্রান্ত হয়েছেন। কলিতে প্রচ্ছন্ন অবতারের কথা ভাগবতে রয়েছে। কলির অন্তে কল্কি অবতার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারত, পুরাণে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের ইঙ্গিত থাকলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাস্তব পরিচয় ষড়গোস্বামীর কৃপায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণন করেছেন। ইনি কোন অবতারও নন, স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ। রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ কোনও এক গভীর কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপে কলির প্রথম সন্ধ্যায় এসেছিলেন। রসাস্বাদনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কৌতুহলী কৃষ্ণ রাধারানীর হৃদয় অনুশীলনে ব্যগ্র হয়ে তাঁর ভাব ও কান্তি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রেমরাজ্যের গূঢ় রহস্য জানতে এবং জানাতে শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি নিয়ে পূর্ব ঘোষণা ব্যতীতই এই মর্ত্ত্যে এসেছিলেন। সেই গোপ্যলীলা সকলের বোধগম্য নয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ত দূরের কথা সাধারণ ভক্তিমার্গীরও অগোচর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ সকল লীলা। ঐ লীলা প্রকাশ করতে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনুসঙ্গে কলিযুগের যুগধর্ম নামসংকীর্ত্তন প্রচার করেছেন। অবতার গ্রহণের বাহ্য কারণ স্বরূপ নামসংকীর্ত্তন প্রচার ও মুখ্যকারণ স্বরূপ প্রেমাস্বাদন তাঁর লীলায় প্রকাশ পেয়েছে। সেইসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম দান লীলায়ও করে গেছেন তিনি। কলিহত জীবের প্রতি তাঁর কৃপা গভীর ও অতুলনীয়। অনর্থগ্রস্ত কাম ক্রোধের দাস জীব চিত্তকে সহজ, সরল সাধনের মাধ্যমে মার্জিত করে তাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত প্রেমের স্পর্শ দান করে তিনি মহাবদান্য হয়েছেন।

'জীব মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ'—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে সর্বজীবে প্রেমধর্ম প্রচার তাঁর এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। আত্মসম্বন্ধে সকলেই আমরা ভাই ভাই। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-

চণ্ডালগত ভেদ কেবলমাত্র দেহসম্বন্ধে। আত্মার সম্বন্ধ নিত্য এবং মধুর। এর থেকে ভগবৎ প্রেমের সম্বন্ধ। তিনি দয়া করে সে সব কথা প্রকাশ করে জগৎ জীবকে অমুল্য সম্পদের সন্ধান দিয়েছেন। এইজন্য তিনি উদার, তিনি মহান। সাধারণ সমাজ সংস্কার কার্যের জন্য অবতারের প্রয়োজন হয় না। অতি মানব বা কোনও মহাপুরুষের দ্বারা ঐ কাজ সম্ভব। আধ্যাত্মিক চেতনা শূন্য সমাজ বারবার সংস্কার দ্বারাও পরিশোধিত হয় না। সাময়িক সংস্কার হলেও মূল সংস্কার তথা ধর্মের গ্লানি দূরীকরণে ভগবান অথবা তাঁর কোন নিজজনকে নেমে আসতে হয়। তাঁরা ভগবানের নিজজন অর্থাৎ ভগবৎ প্রেরিত দূত। তাঁরা তাঁদের অপ্রাকৃত প্রভাব ফেলে দিয়ে সমাজকে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষ্ণচেতনার আলোক-পাত করে মানব হৃদয়কে বিশুদ্ধ আলোকে আলোকিত করেন। তার ফলে সংসার বা সমাজ বেঁচে থাকে। কেবল এরজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব মহাপুরুষ বা অবতার কোনটার মধ্যে পড়েন না। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, প্রেমভাবময় ঈশ্বর। বিশুদ্ধভক্তির আন্দোলন এনে জীবকে প্রেমাতুর করেছেন—এই তাঁর মহান পরিচয়। ❑

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ

ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ—সহ মঠাধ্যক্ষ, গোদ্রুম ধাম

নিমি মহারাজের গৃহে নবযোগেন্দ্র ঋষির শুভ আগমন হয়েছে, নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্র ঋষিকে যথাযথ সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক সন্তুষ্টি বিধানে প্রশ্ন করলেন যে, কলিযুগে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ কিভাবে হয়, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

নবযোগেন্দ্র ঋষির অন্যতম শ্রীকরভাজন ঋষি তখন বললেন—

''কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥''

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিযুগে দোষই দোষে পরিপূর্ণ জীবন, দোষের নিধিস্বরূপ তথাপি এর একটি মহান্‌গুন এই যে, কেউ কৃষ্ণকীর্ত্তনে সমর্পিত চিত্ত হয়ে যদি কৃষ্ণ কীর্ত্তনকে আশ্রয় করে থাকেন, কৃষ্ণনামই জীবের সমস্ত অমঙ্গলকে অপসারিত করে কৃষ্ণচরণ সরোজে শুভবিজয় প্রদান করে থাকেন। কৃষ্ণ নামের এমন মহিমা, এমন করুনা যে তাঁর চরণে সমর্পিত হলেই জীবের সমস্ত অনর্থ বহির্মুখতা, অসদ্‌বৃত্তিকে অপসারিত করে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শুভবিজয় প্রদান করে থাকেন। এজন্য শাস্ত্রে বললেন, 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনম্। (শ্রীভাগবত ৫।৫।২৩)

শৌনকাদি ঋষিগণ হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা প্রাণায়াম, যোগ, যজ্ঞ করেও হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছিলেন না। সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বললেন—

''শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্য গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান বিশতে হৃদি ॥''

(ভাঃ ২।৮।৪)

কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ, হৃদয়ে ধারণ, চিন্তন, মনন ও অনুকীর্ত্তনের দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হয়। দেবকী দেবীর ছয়পুত্রকে কংস হত্যা করলেন আর সপ্তম গর্ভে বলরাম মানে নিত্যানন্দ তত্ত্ব আবির্ভুত হলেন। এর অর্থ হলো কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু যখন অপসারিত হলো তখন বলদেব তত্ত্বের আবির্ভাব। দেবকী দেবীর গর্ভে ভগবানের শুভ আবির্ভাবের সূচনাকে সম্পাদন করলেন তাই অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের আগমন।

'শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া'—শ্রদ্ধা অর্থে বলছেন—
'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)

শ্রদ্ধাযুক্ত সমর্পিত চিত্তে কৃষ্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ হৃদয়ের বিষয় বাসনা, বহির্মুখতা, অসদ্‌চেষ্টা পাপ সমস্ত মলিনতাকে সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ কৃপার আবির্ভাব করায়। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ, একশো আটটি উপনিষদ, চতুর্বেদাদি গ্রন্থ রচনা করেও হৃদয়ে শান্তি পেলেন না। বিষন্ন চিত্তে বদরিকাশ্রমে সরস্বতী নদীর তটে অবস্থান করছেন, এমন সময়ে শ্রীগুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামী আগমন করেন ও তার বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বেদব্যাস বললেন তিনি জগত জীবের

মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু হৃদয়ে শান্তিলাভ করতে পারছেন না। উত্তরে শ্রীনারদ গোস্বামী বললেন, তুমি মঙ্গলের চেষ্টা করেছো কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল কিসে হবে তার চেষ্টা করো নাই, তাই—

''এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মাংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মনি ভাবিতম্ ॥''

(ভাঃ ১।৫।৩২)

আর পদ্মপুরানে বলেছেন—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদ্ ॥

'যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মনি ভাবিতম্—কর্ম্মটা যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে সেটা আর ত্রিতাপ দেবে না। 'কর্ম্ম ব্রহ্মনি ভাবিতম' এই বৃত্তিটা আনবে কে বা কোথা থেকে আসবে? তখন নারদ গোস্বামী বললেন—

''কুর্ব্বণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥''

(ভাঃ ১।৫।৩৬)

যদি হরিকীর্ত্তনের আশ্রয়ে সব কর্মের অনুষ্ঠান করি তাহলে কর্মটা সেবায়, শরীর বা কায় সেবার সম্বন্ধে, বাক্যটা কৃষ্ণকীর্ত্তনে আর হৃদয় কৃষ্ণ চিন্তনে যুক্ত হচ্ছে। বেদব্যাসকে লক্ষ্য করে জগতকে শিক্ষা দিলেন যে কৃষ্ণনামই আমাদের ভগবানে সমর্পিত বৃত্তি দান করবে। কৃষ্ণসেবার একটা আকর্ষনী শক্তি ও কৃপা আছে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বললেন, ''ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা'' (ভাঃ ৭।৫।২৪) ভগবানে সমর্পিত হয়ে করলে তবেই সেটা উত্তমা ভক্তি। কৃষ্ণনামের চরণে সমর্পিত চিত্ত হয়ে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আশ্রয়ে যদি সমর্পিত হওয়া যায় তখন কীর্ত্তনের উদগীরণ হয়। কৃষ্ণ ধরাধাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরে কাঁদছেন, বলছেন—প্রভু, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—না, তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি কারন, জগত জীব সকলকে উদ্ধার করার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। এই জগতের জীবকে বলে দিও—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১।২।২৩৪)

এই সংসারে অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে, যারা অনেক বড় বড় সভা-সমিতি, অনেক লোক সংগ্রহ করাতে পারবে আবার অনেক বড় বড় মঠ-মন্দির নির্মাণ করতে পারবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি সমর্পিত চিত্ত না হয় তাহলে তার হরিকথা জীবের মঙ্গল উদয় করাতে পারবে না। কৃষ্ণ কীর্ত্তন মুখে যখনই সেবার অনুষ্ঠান হবে তখনই কৃষ্ণের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। শ্রীল গুরু মহারাজ বলতেন—শেয়ালের কচকচি করবার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ সুন্দর তাল মাত্রা লয় দিয়ে কীর্ত্তন করলাম, কিন্তু সেটা হরিতোষনে না হয়ে যদি জনতোষনে হয় তাহলে তার দ্বারা মঙ্গল হবে না। সমর্পিত চিত্ত হয়ে যখনই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন হবে তখনই শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাব হবে, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তন করছেন আর বলছেন, এখানে দোনা ফুলের গন্ধ কেন? যেখানে শ্রীগৌর-সুন্দর আবির্ভাব হয়েছেন, তাঁর গলায় দোনাফুলের মালা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ কর্মেন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধান মূলে অনুষ্ঠিত হলে কি হবে? শ্রীল নারদগোস্বামী বলছেন—

''যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥''

(ভাঃ ১।৫।৩৫)

তখন জ্ঞানের অহংকার সমাহিত হয়ে যাবে, জ্ঞান ভক্তিদেবীর আশ্রয়ে কৃষ্ণ কৃপার শ্রীকৃষ্ণ নামের ভিখারী হবে। এইরকম সমর্পিত কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব করিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভ প্রেমের দ্বারা সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তনে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার উপায় দান করে গেলেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এটা কে করায় না, শ্রীকৃষ্ণনাম করায় কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে, শ্রীকৃষ্ণনামই শ্রীকৃষ্ণ সুখানুসন্ধানমূলে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উন্মেষ করায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ মায়েদের কাছে বশীভূত করিয়েছেন। নাম আমরা কেন করব? কৃষ্ণনাম আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করাবে, ভগবানের কাছে চাওয়া-পাওয়ার বৃত্তিকে সমাপ্ত করাবে, প্রকৃত সাধুসঙ্গ করাবে, অনাদি বর্হিমুখতা, অনর্থকে নাশ করবে। আমাদের স্বরূপের ধর্মকে জাগরিত করাবে কর্মকে সেবায় divert করাবে। কৃষ্ণসুখানুসন্ধানমূলে সেবার পরিশুদ্ধতা দান করবে, ও ভগবানের গ্রহণযোগ্য সেবা অর্পণ করাবেন। নাম

ভগবানকে আবির্ভূত করাবেন তাঁর কৃপার আর্বিভাবে জীবকে ধন্য করাবেন।

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং, ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধন্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত-বন্ধং, নৈবাত্মনো ভক্তকৃতন্তু বন্ধম্ ॥''

(শ্রীচৌরাগ্রগণ্য পুরুষাষ্টকম্)

ভক্ত প্রেমে ভগবানকে এমন বশীভূত করাবেন যেখানে থেকে ভগবান নিজে মুক্ত হতে পারেন না।

আমরা কলিযুগের জীব, আমরা শ্রীনামের আশ্রয়ে আমাদের সমস্ত অমঙ্গলকে অপসারিত করে অনর্থ রহিত হয়ে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ও শ্রীল গুরুদেবের চরণে কৃপার নিত্য ভিখারী হয়ে যেন পরম আদরের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতে পারি, এই কৃপা প্রার্থনা করি। ❑

শারদীয়া দুর্গোৎসবে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আটদিন ব্যাপী 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' ক্লাস

বক্তাঃ- শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ,
সংগ্রাহকঃ- শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ২৫-০৯-২০১৭ হইতে ০২-১০-২০১৭ তারিখ পর্য্যন্ত আটদিন ব্যাপী 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' ও সেই সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর রচিত 'সাধুসঙ্গ প্রণালী ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ' বিষয়ে পারমার্থিক ক্লাস ইষ্টগোষ্ঠী মুখে আলোচিত হয়। সংক্ষিপ্তসার নিম্নে আলোচিত হলো—

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ ষড় গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন, ব্রজে তিনি বড় গোঁসাই-নামে খ্যাত। বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার বাকলাচন্দ্র দ্বীপে ইনি কর্ণাটকীয় ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলার বাদশাহ হুসেন শাহের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেইসময় রামকেলি গ্রামে অবস্থান পূর্বক মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি কাশীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। সেখানে মহাপ্রভু তাঁকে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বিগ্রহ সেবা প্রকট করবার আদেশ দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা, শ্রীবৃহৎভাগবতামৃতম্, শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, হরিভক্তিবিলাস আদি গ্রন্থ।

শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদ্ যদিও তত্ত্ব বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন তথাপি জীবের কল্যাণের জন্য মহাপ্রভু তাঁর মুখ থেকে পাঁচটি প্রশ্ন করালেন, আমাদের মতো সাধারণ জীবের স্বরূপ জ্ঞান অথবা সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক জ্ঞান লাভ করাবার জন্য। ১) **কে আমি**? ২) **কেন মোরে জারে** তাপত্রয়? ৩) **সেই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি উপায়?** ৪) **সাধ্য তত্ত্ব কি** এবং ৫) **তার সাধন কি?** এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু **১) 'কে আমি'** বলতে জীবের স্বরূপ কি তা বলেছেন—

''জীবের 'স্বরূপ হয়' কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ প্রকাশ' ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণের অনুশক্তি, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তার ভেদাভেদ সম্বন্ধ রয়েছে। চিদ্‌জগৎ এবং মায়িক জগতের মধ্যবর্তীস্থানে জীব সমূহের স্থিতি এবং উভয় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্যতা জন্য, জীবের অনুত্ব হেতু, বিভিন্নাংশ হেতু মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের চিদ্‌অংশে অভেদ সম্বন্ধ থাকলেও অনুত্ববশতঃ কৃষ্ণের সঙ্গে ভেদ রয়েছে তার ফলে জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থা। আর এই মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীব দুইটি শরীর লাভ করে, এক পঞ্চভূতের তৈরী দশটি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ও পঞ্চবিষয় যুক্ত স্থূলশরীর এবং দুই মন বুদ্ধি, অহংকার নিয়ে সূক্ষ্মশরীর। মায়া বিরচিত এই দুই উপাধি শরীররূপে পাওয়ার জন্যই আমাদের কর্ম, কর্ম থেকে স্বভাব এবং তার ফলে ক্রমে আমাদের ত্রিতাপ ভোগ। **২) কেন মোরে জারে তাপত্রয়?** আমাদের মূল ব্যাধি হচ্ছে ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া।

''কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

ঈশ্বরের অংশ আমি, ঈশ্বর তত্ত্বে বিস্মৃতির থেকেই আমার মায়াবদ্ধ দশা এবং ত্রিতাপ ভোগ। কৃষ্ণ বিস্মৃতির ফল স্বরূপ মায়িক দশা জীবের, মায়ায় প্রবেশের পূর্বেই জীবের কৃষ্ণ বহির্মুখতা আর মায়া প্রবেশ হতেই মায়িক কালের গণন তাই, জীবের কৃষ্ণ-বহির্মুখতাও অনাদি। এই **৩) ত্রিতাপ ভোগটা যাবে কি করে?** মহাপ্রভু সহজ ভাষায় বললেন—

''সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

কৃষ্ণ বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ, কৃষ্ণোন্মুখতা এলেই দুঃখের নাশ। এই উন্মুখতার জন্য কৃষ্ণ কৃপা করে মাধ্যম রেখেছেন আমাদের কাছে সাধু এবং শাস্ত্র। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দূর করবার জন্য শাস্ত্রের জ্ঞান এবং সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের আলোক শিক্ষা দেবার জন্য সাধু, এই দুই মাধ্যমে যখন আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হতে পারব, আমাদের স্থূল সূক্ষ্মদেহ ভগবৎসেবায় উন্মুখতা লাভ করবে, ক্রমে আমাদের জীবাত্মা স্বরূপে স্থিতিলাভ করবে। মহাপ্রভু বললেন ত্রিতাপ জ্বালা থেকে রক্ষা পাওয়ার এই একমাত্র উপায়।

সাধু এবং শাস্ত্র। শাস্ত্র একপ্রকার গুরু আর সাধু শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু রূপে কাজ করেন।

''গুরু কৃষ্ণরূপ হন, শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

গুরু হচ্ছেন কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণই গুরুরূপে কাজ করেন। মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরু কৃষ্ণের রূপ এবং শিক্ষাগুরুগণ কৃষ্ণের স্বরূপ হিসেবে কাজ করেন। দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দীক্ষাগুরু আমাদেরকে মন্ত্র দিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়ে দেন আর নিত্যকালীন যে ভজনক্রিয়া বা ভজন বিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেক শিক্ষাগুলো আমরা শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাই। শিক্ষাগুরু আবার অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপে আছেন তারমধ্যে আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ অনেকেই শ্রবণ গুরুর কাজ করেন। শ্রবণগুরুর প্রসঙ্গ শ্রীলজীবগোস্বামীপাদ এনেছেন। যার থেকে শাস্ত্র শ্রবণ করে জ্ঞানলাভ করতে পারি, ভজনে উৎসাহ লাভ করতে পারি তিনিই শ্রবণ গুরু। ভজন অনুকূল বিবেক দান করেন যিনি তিনি অন্তর্যামী বা চৈত্যগুরু।

সাধ্য সাধন তত্ত্ব কি? এ প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদকে বললেন, সাধ্যতত্ত্ব হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম আর সাধন হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। একেই শাস্ত্রে অন্যভাষায় বলছেন-সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, জীব ও মায়ার স্বরূপ জ্ঞানকে সম্বন্ধ জ্ঞান, কৃষ্ণকে ভক্তি করার নাম অভিধেয়, এবং কৃষ্ণের প্রতি প্রেম প্রাপ্তি হচ্ছে প্রয়োজন। মহাপ্রভু আরও বললেন, এসকল কথা বেদশাস্ত্রে অন্তর্নিহিত অর্থরূপে বর্ণন রয়েছে।

''বেদশাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ', প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪)

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, মানবের ধর্মের কথা বলা থাকলেও বেদশাস্ত্রে কৃষ্ণ প্রেমের মুখ্যতা বা সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে আমরা (জীব) প্রকৃত দুঃখী কেন?

''তুমি কেনে দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমায় না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৮)

বেদ শাস্ত্রের মধ্যে মুখ্য প্রয়োজন তত্ত্বরূপে, অন্তর্নিহিত অর্থ স্বরূপ রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বেদশাস্ত্র থেকে মন্থন করে ওঠাতে পারি না, তার জন্য দরকার মহাজন বা সর্ব্বজ্ঞ। দৃষ্টান্তে সর্ব্বজ্ঞ হচ্ছেন মহাজন আর আমি' হচ্ছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রেমধনহীন। ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণে যখন খুঁদবে তখন ভীমরুল, বরুলী সদৃশ কর্ম তাকে দুঃখ দেবে, পশ্চিমে খুঁদলে এক যক্ষ রয়েছে, যে কিনা ধনের কড়িতে যাতে হাত না পড়ে তার জন্য বিব্রত করবে, উত্তরে বিশাল এক অজগর সাপ অর্থাৎ জ্ঞানমুক্তি দিয়ে জীবের অস্তিত্বকে গিলে খেয়ে নেবে তখন জীব প্রেমসেবা রস থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বদিকে অল্প খোঁজে বা কৃষ্ণ সাম্মুখ্যের পথ অর্থাৎ ভক্তির পথ দিয়ে এগোলেই ধনের ঝুড়ি দেখতে পাবে। মহাপ্রভু বললেন কর্ম, জ্ঞান যোগ এই তিনটেকে ত্যাগ করে ভক্তি সাধন করলে খুব সহজেই তুমি প্রেমধনে ধনী হতে পারবে। পিতৃধন মানে কৃষ্ণ হচ্ছেন পিতা আর তাঁর সেবা ধন। কৃষ্ণের প্রেমলাভ বা

সেবালাভ এটাই হচ্ছে ভক্তিসাধনের মুখ্যফল বা বেদশাস্ত্রে এটাই মুখ্য প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ রূঢ়ি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। শব্দের গভীরতম বা তাত্ত্বিক অর্থকে রূঢ়ি বলা হয়। সেই রূঢ়ি দুই প্রকার,—অজ্ঞরূঢ়ি যা কিনা শব্দের লক্ষণাবৃত্তি আর বিদ্বৎরূঢ়ি যাকে শব্দের অভিধা বৃত্তি বলা হয়। অভিধাবৃত্তিতে কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রয়োজন এটা বলেছেন।

এইভাবে মহাপ্রভু পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের স্বরূপের ও শক্তির কথা বললেন।

কৃষ্ণের তিন শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তির দ্বারা চিন্ময় জগত এবং জীব শক্তি ও মায়াশক্তির দ্বারা এই ভৌম প্রপঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে। এরপর কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করে বলছেন তিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন, সর্ব আদি, সর্বঅংশী, কিশোর মূর্তি, সর্বাশ্রয় ও সর্বেশ্বর, গোলক তার নিত্য ধাম, 'গোবিন্দ', 'কৃষ্ণ' আদি তাঁর মুখ্য নাম। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলতে 'তত্ত্ব' হচ্ছে ভগবানের বাস্তব রূপ আর 'অদ্বয় জ্ঞান' বলতে যার দ্বিতীয় বা সমান বা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যিনি প্রতিপক্ষহীন। যিনি স্বয়ং সিদ্ধ, স্বয়ংপূর্ণ, 'স্বয়ন্ত অসাম্যাতিশয়'। শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন—

''এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগেযুগে ॥''
(১।৩।২৮)

একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, বাকী সব অংশ বা কলা। কৃষ্ণ সকল অবতার, জীব, মায়া সকলের আশ্রয়। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর তিনি। কৃষ্ণ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন। নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ আদি স্বাংশগণ ও নৃসিংহ, বরাহ, কুর্ম, সকল অবতারগণ ভগবত্তার দিক থেকে সমান হলেও, এঁনাদের ভগবত্তা কৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভরশীল। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ লীলা বিলাসে, অংশ অংশী তত্ত্বের বিচারে এঁনারা কৃষ্ণের আশ্রয়ে তাই প্রতিপক্ষহীন। বিজাতীয় ভেদহীন অর্থাৎ মায়িক জগতের কোন বস্তু কৃষ্ণের সমান হতে পারে না। কৃষ্ণের অপরা শক্তি মায়া থেকে প্রসূত বলে এরা হেয়, নশ্বর ও অনিত্য। কিন্তু 'শক্তি শক্তিমতয়ো অভেদ' এই সিদ্ধান্তে এরা কৃষ্ণ শক্তির কার্য। আবার স্বগত অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যেক অঙ্গের কার্য করতে সমর্থ কাজেই প্রতিপক্ষতার প্রশ্ন নেই। এভাবে স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বের বর্ণন করে মহাপ্রভু কৃষ্ণের 'ত্রিবিধ প্রকাশের' বা প্রতীতির কথা বললেন। **সাধনভেদে পরতত্ত্বের তিনটি প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান**। জ্ঞান সাধনের দ্বারা ব্রহ্ম, যোগ সাধনের দ্বারা পরমাত্মা ও ভক্তিসাধনের দ্বারা ভগবদ্‌তত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

মহাপ্রভু **কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপের কথা** বর্ণন করেছেন যথা—১) **স্বয়ংরূপ** ২) **তদেকাত্মরূপ** ৩) **আবেশ**।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদকে মহাপ্রভু কৃষ্ণের স্বরূপের যে পরিচয় দিলেন তাই স্বয়ংরূপ। তার দুটো ভাগ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ং প্রকাশ হচ্ছে স্বয়ংরূপের সমান শক্তিশালী শুধু আকারে ভিন্নতা। **স্বয়ং প্রকাশ আবার দু'প্রকার** ১) **প্রাভব প্রকাশ**—যেখানে প্রভুত্ব বর্তমান যেমন, রাসলীলায়, দ্বারকালীলায় কৃষ্ণ বহু হলেন। আর ২) **বৈভব প্রকাশে বিভুত্বের প্রকাশ।** যেমন-বলদেব, দেবকীনন্দন।

তদেকাত্মরূপ দুরকম—**বিলাস আর স্বাংশ**। **বিলাস-ভগবত্তা রয়েছে** কিন্তু বর্ণ, আকৃতি ভাব-এ ভেদ রয়েছে। **বিলাস দুইপ্রকার, প্রাভব বিলাস**—বাসুদেব, সংকর্ষন, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এঁনারা মূল বা আদি চতুর্ব্যূহ। **বৈভব বিলাস**—এখানে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এবং বৈকুণ্ঠ যত ভগবদ্ বিগ্রহ, আবরণ দেবতা আছেন তাঁরা বৈভব বিলাসের মধ্যে পড়েন। বৈভব বিলাসের মধ্যে ২৪টি মূর্ত্তি এসেছেন। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ থেকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এদের চারজনের প্রত্যেকের তিনজন করে প্রকাশ মূর্ত্তি ও ২ জন করে বিলাস মূর্ত্তি। এনারা সকলেই নারায়ণ বা বিষ্ণু মূর্ত্তি; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণের ক্রমে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। ভগবান কৃষ্ণই বিশেষে, এসকল ব্যূহ প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ আর নারায়ণ এই দুই স্বরূপে তফাৎ একটাই— মাধুর্য্যে কৃষ্ণ পরিপূর্ণ আর নারায়ণ হচ্ছেন তার বিলাস মূর্ত্তি। এইভাবে বৈকুণ্ঠকে ব্যাপ্ত করেছেন। বৈকুণ্ঠে যে নিত্যমুক্ত জীবগণ রয়েছেন, তাদের মাধ্যমে এঁরা সেবা গ্রহণ করেন। স্বাংশ—ভগবানের অংশ, ভগবত্তার শক্তি প্রকাশে ন্যূনতা রয়েছে। রাম, নৃসিংহ, বামন অবতারগণ সময়ে সময়ে সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য এসেছেন। ভৌম প্রপঞ্চলীলায় জীবের কল্যাণ করবার জন্য স্বাংশ বা অবতারগণ আসেন। ছয় প্রকার স্বাংশ অবতার, যথা—পুরুষাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও লীলাবতার।

পুরুষাবতার পুরুষাবতারে কারণোদশায়ী বিষ্ণু মায়ার

ভর্তা, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মান্ডের অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু আমাদের প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে কাজ করছেন। এঁরা সকলের ঈশ্বর, সৃষ্টিলীলায় বদ্ধজীব-গণকে রক্ষা করার দায়িত্ব এই তিনজনের, বদ্ধ জীব এঁনাদের আশ্রয়ে থাকে।

গুণাবতারঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এনারা যথাক্রমে রজো, সত্ত্ব ও তমোগুণে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কাজ করেন। কার্যক্ষেত্রে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন সৃষ্টিকার্যের জন্য।

যুগাবতারঃ—সত্যযুগে শুক্লবর্ণ হরি, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হয়গ্রীব, দ্বাপরে কৃষ্ণ এবং কলিতে পীতবর্ণ মহাপ্রভু।

মন্বন্তরাবতারঃ—চৌদ্দটি মন্বন্তরে চৌদ্দটি অবতার ভাগবতে বর্ণন রয়েছে, পুরাণে বিশেষভাবে বর্ণন রয়েছে। যথাঃ যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিস্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যজ্ঞেশ্বর ও বৃহদ্ভানু।

শক্ত্যাবেশ অবতারঃ—চতুঃসন, নারদ, ব্রহ্মা, পৃথু, শেষ, অনন্ত, পরশুরাম ও ব্যাসদেব।

লীলাবতারঃ—অসংখ্য লীলাবতার থাকলেও ২৫জন লীলাবতারের কথা চৈতন্য চরিতামৃতকার উল্লেখ করেছেন আর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী মুখ্য মুখ্য দশজন অবতারের কথা বলেছেন। ১) মৎস্য ২) কুর্ম্ম ৩) বরাহ ৪) রাম ৫) নৃসিংহ ৬) বামন ৭) পৃথু ৮) পরশুরাম ৯) ব্যাস ১০) নারদ। ১১) চতুঃসন ১২) যজ্ঞ ১৩) নরনারায়ণ ১৪) কপিল ১৫) দত্তাত্রেয় ১৬) হয়গ্রীব ১৭) হংস ১৮) পৃশ্নিগর্ভ ১৯) ঋষভ ২০) ধন্বন্তরী ২১) মোহিনী ২২) বলভদ্র ২৩) কৃষ্ণ ২৪) বুদ্ধদেব ও ২৫) কল্কি।

কৃষ্ণের আরেকটি রূপ হলো আবেশ। আবেশ দু' প্রকার। **ভগবৎ আবেশ** আর **শক্ত্যাবেশ**। ভগবানের কোন একটি গুণ বা শক্তি যদি জীবের মধ্যে প্রবেশ করে ক্রিয়া করে তাকে আবেশ বলে। কপিলদেব আর ঋষভদেব ভগবৎ আবেশ অবতার। শেষ, অনন্ত, ব্রহ্মা, চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম ও ব্যাসদেব এই আটজন শক্ত্যাবেশ অবতার।

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব প্রসঙ্গে 'অলাতচক্রবৎ' শব্দটি শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি চক্রাকারে ঘোরানো হয় তার যেমন ছেদ পাওয়া যা. না সেইরকম কৃষ্ণলীলার কোন ছেদ নাই। কোটি কোটি ব্রহ্মান্ডের এক একটিতে এক এক লীলা চলছে অলাতচক্রবৎ। মহাপ্রভু বললেন জীবের সম্বন্ধ তত্ত্ব যে কৃষ্ণ তিনি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতমরূপে।

অভিধেয় তত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে মহাপ্রভু বললেন জীব প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নাংশ এবং বিভিন্নাংশ জীব দু প্রকার—মুক্ত জীব এবং বদ্ধ জীব। যারা কখনো ভগবানকে ভোলেন নাই তার নিত্যমুক্ত। যারা সাধনে সিদ্ধিলাভ করে বৈকুণ্ঠ গোলকে যান তারা সাধনমুক্ত আর যারা সৃষ্টির সময় থেকে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভগবানকে ভুলেছেন তারা নিত্যবদ্ধ জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ব্যস্ত রয়েছেন। নিত্যমুক্ত জীবের আশ্রয় হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ এবং নিত্যবদ্ধ জীবের আশ্রয় হচ্ছেন কারণোদশায়ী বিষ্ণু। সেই নিত্য বদ্ধ জীব কি করে অভিধেয় করতে পারবে? মহাপ্রভু বলছেন—

''ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায় ॥
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ, নিকট যায় ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

তাহলে অভিধেয় তত্ত্বের প্রথম কথা হচ্ছে এই সংসারে ভ্রমণ করতে করতে সুকৃতি অর্জন করতে করতে যদি কেউ সাধুসঙ্গ পায়, সাধুসঙ্গের ফলে ভজন, শ্রদ্ধালাভ ভগবানে বিশ্বাস, শরণাগতি তার থেকে শুদ্ধভক্তির শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়া শুরু হয়। সাধুসঙ্গই একমাত্র কথা শাস্ত্রে বলেছেন—

''কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্যঅঙ্গ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৩)

সিদ্ধির দশা পর্যন্ত সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গই জীবন, এর দ্বারাই প্রেমের আস্বাদন। কৃষ্ণভজনের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু বলছেন—অন্যকামীও যদি কৃষ্ণ ভজনা করে, তার অন্যকামনা পূর্ণ না করে ভক্তি দিয়ে কৃষ্ণ স্বচরণে আকর্ষণ করেন।

''কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে,—এই বড় মুর্খ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৮)

সাধুসঙ্গ দ্বারা যে ভক্তি হবে সেই সাধু তিনপ্রকার যথা—কনিষ্ঠ, মধ্যম এবং উত্তম। কোমল শ্রদ্ধা যার তিনি কনিষ্ঠ, দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি মধ্যম আর শাস্ত্র যুক্তো সুনিপুণ

দৃঢ় শ্রদ্ধা তিনি উত্তম অধিকারী। অভিধেয় অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তি দুই প্রকার বিধি ভক্তি ও রাগ ভক্তি। শাস্ত্র শাসন মেনে নিরন্তর সাধুসঙ্গে যুক্ত হয়ে যে ভক্তি করা হয় তাকে বৈধী ভক্তি বলে। এর স্বরূপলক্ষণ হচ্ছে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সেবা, আর ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি থেকে মুক্ত হলো তটস্থা লক্ষণ। শাস্ত্র শাসনের উপরে গিয়ে লোভ চালিত হয়ে যিনি ভজন করেন তিনি রাগ ভক্তি যাজন করেন। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপ লক্ষণ আর ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থা লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদকে এইভাবে সম্বন্ধ অভিধেয় তত্ত্ব বিচার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষা দিলেন।

আমরা যেন মহাপ্রভুর শিক্ষাকে যথাযথ পালন করতে পারি এই প্রার্থনা। ❑

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

বক্তাঃ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)**

এই অক্ষজ জ্ঞানের উর্দ্ধে যে বস্তু তার লক্ষণ হলো অচিন্ত্য, তাকে যুক্তি বা তর্কের দ্বারা স্থাপন করা যায় না। তাই শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় বলছেন—'স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিত প্রমাণং সৎপ্রাপ্তণ''।

(দশমূল শিক্ষা-২)

অর্থাৎ আমরা নির্দোষ এবং নিত্য প্রমান, পেয়েছি বেদশুনে। 'প্রমিতিবিষয়াংস্তান্নববিধান'—বেদ নয়টি শিক্ষার কথা বলেন। ভগবান সম্বন্ধে চারটি, জীব সম্বন্ধে তিনটি, একটি সাধন ও একটি সাধ্যতত্ত্ব। 'তথা-প্রত্যক্ষাদি প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো'—প্রত্যক্ষাদি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চার প্রকার মুখ্য প্রমাণের দ্বারা এটাকে প্রমানিত করা হচ্ছে। তার মধ্যে কোন ত্রুটি বা তর্কের অবকাশ নেই। এই বলে নয়টি প্রমেয় তত্ত্বের কথা বলছেন দশমূল শিক্ষার মাধ্যমে।

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদ কান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥

(দশমূল শিক্ষা-৩)

এই শ্লোকের মাধ্যমে বলছেন, শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের পরিভাষা কি?

''স্বয়ন্তু অস্যাম্যাতিশয়'' যাঁর সমান বা উর্দ্ধে কেউ নেই। শ্রীহরি এক এবং অদ্বিতীয় তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

''এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাঃ ১।৩।২২)

তথা ব্রহ্মসংহিতায় বলছেন—

''ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্'' ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—'স বৈ রাধাকান্তো-নবজলদ কান্তিশ্চিদুদয়ঃ' অর্থাৎ সেই নবনীরদ বর্ণস্বরূপ ত্রিভঙ্গ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব-এটা সর্বজনস্বীকৃত। যিনি ব্রহ্মা শিব, ইন্দ্রাদি দেবতা দ্বারা প্রণমিতো। যাকে 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে তিনি এই কৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি। সেই ব্রহ্ম প্রকৃতি রহিত। পরমাত্মা সেই হরি ব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশ। তিনি স্বাংশ, জগতে সর্ব জীবের মধ্যে বিরাজমান। পরমাত্মা তিনি হরির অংশ, জগতের অনুগত হয়ে সৃষ্টি লীলায় অংশগ্রহণ করে, সৃষ্টিলীলাকে রক্ষিত করে জগতের প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে নিত্য বান্ধব রূপে অবস্থান করেন। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশৌনক ঋষি বলেছিলেন।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ভাঃ—১।২।১১)

ভগবদ্‌তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—এই তিন তত্ত্বের দ্বারা পুষ্ট, প্রকাশিত এবং বিস্তারিত হয়েছেন।

''জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান-ত্রিবিধ প্রকাশে ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৭)

যে যেরকম সাধন করেন তার কাছে সেরকমভাবে ধরা দেন। তিনিই সেই পরতত্ত্ব যিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন, সেই পরতত্ত্ব হচ্ছেন ''রাধাকান্তো নবজলদ কান্তিশ্চিদুদয়ঃ'। অর্থাৎ নবনীরদ বর্ণের যে কৃষ্ণ, ঘনশ্যাম বর্ণের যে কৃষ্ণ তিনি আবার রাধাকান্ত তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র। তাই উপাস্য তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বলেছেন—

''আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্ প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ)

আমাদের আরাধ্যতত্ত্ব হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ধাম বৃন্দাবন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করবার প্রণালী হলো গোপীগণের দ্বারা কল্পিত যে পন্থা। শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ গ্রন্থ এবং প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ। এটা শ্রীচৈতন্যদেবের মত, আর অন্য কোন বস্তুতে আদর নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাতে আমাদের আদর, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় আদর। কৃষ্ণের উপাসনা করতে গেলে রাধার অনুগত হতে হবে, শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করতে গেলে শ্রীচৈতন্যের অনুগত হতে হবে। শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করতে গেলে গৌড়ীয় গুরুবর্গের পদলেহী হয়ে আমাদের উপাসনা করতে হবে।

পঞ্চম দিবস -বিকাল

চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মন্ডলে।
তৎ সর্ব্বং নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥

(শ্লোক সংখ্যা-২৮)

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এই সংসারে ভগবানের পাদপদ্মে রসের সম্বন্ধের কথা বলছেন। ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ বা রসের সম্বন্ধ দুর্ল্লভ এই জগৎ মন্ডলে। ভগবানের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, ভয়ের, সম্ভ্রমবোধের, মর্যাদার সম্বন্ধ দেখা যায় প্রায়শঃই। কিন্তু ভগবদ্ পাদপদ্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আদি রসেতে গভীরভাবে যুক্ত হলে তো কথাই নেই কিন্তু দাস্য রসে ভগবদ্ পাদপদ্মের সঙ্গে নিজেকে ওতঃপ্রোত ভাবে আসক্ত করা যায় তাহলে সেও বিরাট কথা।

শ্রীলপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ বলছেন শ্রীচৈতন্যদেব যখন রসের পুতলী হয়ে এসে এই সংসারে লীলাবিলাস করলেন তখন রসের সম্বন্ধ কোন কোন ভাগ্যবান জীবের লাভ হয়েছিল। আর এর পূর্বে হয় নাই, আজও নাই এবং ভবিষ্যতের এই রসের সম্বন্ধ আসতে পারে না। শ্রীচৈতন্যের ভাব ধারা, শিক্ষাধারা অন্তর থেকে গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি আদর যাদের না হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে কোনদিন এই রসের সম্বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নয়। আমরা মায়াবদ্ধ জীব অনর্থভরা হৃদয় নিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে রসের সম্বন্ধে যুক্ত হব এ ভাবা বড় কঠিন। রসের definition দিতে গিয়ে গোস্বামীগণ বলেন—

''ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

জড়ানন্দকে তুচ্ছ করে তারপর কোন ভাবনার পথকে অতিক্রম করে একটা চমৎকার আশ্চর্য্য, অচিন্ত্য আনন্দের সন্ধান রয়েছে ঈশ্বর তত্ত্বের কাছে। যখন আমাদের হৃদয় প্রাকৃত গুণের উপরে গিয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বের উজ্জ্বলতা লাভ করে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রভাবে সিক্ত হয়, তখন যে আনন্দ, যে রস আস্বাদিত হয় তাকে বলছেন আপ্রকৃত রস, চিন্ময় রস। ঈশ্বর তত্ত্বের পরিপূর্ণতাকারী সেই রস। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা যাঁরা পেয়েছেন সেইরকম অপ্রাকৃত রসে সিক্ত দুইএকজন কৃষ্ণভক্ত যদি পাওয়া যায় সেটাই একমাত্র সম্ভব যারা ভগবানের পাদপদ্মে বিক্রীত পশু হয়েছেন। শরণাগতির আলোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—'গোপ্তৃত্বে বরণং তথা'। যদি কোন ভাগ্যবান জীব কলির ঠাকুর উদার কৃষ্ণ, রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণের চরণে বিক্রীত হয়েছেন তাহলে এটা সম্ভব। কিন্তু অসম্ভব এখানে সেখানে কলির কালিমালিপ্ত জীব, জড় রসে মজে থাকা,

দেহরামিতায় ডুবে থাকা, স্বল্প মেধা, স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের পক্ষে ভগবদ্ পাদপদ্মে রসের সম্বন্ধ হওয়া বড় কঠিন। ভূত, ভবিতা, ভবতি এই তিনটি শব্দের দ্বারা গ্রন্থকার অসম্ভবতা এবং দুর্ল্লভতা প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাব নিয়ে এসেছেন। যা তিনি বিতরণ করেছেন সে জিনিসটা মহাদুর্লভ। প্রণালীটা দেখতে নাচা গাওয়ার মাধ্যমে তাই দেখতে সহজ সরল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ব্যতীত এই প্রেমধন সুদুর্ল্লভ। প্রেমের জন্য তিনি কেঁদেছেন। প্রেমিক ভক্তের প্রতি নিজেকে উজার করে দিয়েছেন, সেই প্রেম খুব সহজ বস্তু নয়। তাই মহাজনগণ কোথাও কোথাও বলেছেন—

'বেদ বিধি অগোচর'। কোথাও বলেছেন—'অত্যাশ্চর্য্য-বিভবে' আবার সুদুর্ল্লভ।

''গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥''

''তৎসর্ব্বং নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্যেন বিক্রীড়িতো।
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥''

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত শ্লোক সংখ্যা-২৮)

পরিপূর্ণ তত্ত্ব, রসিক শেখর কৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ—ঐ কৃষ্ণের পাদপদ্মে দ্বাদশ রসের কোন একটা রস নিয়ে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়া বড় কঠিন। গোপীগণের স্বামী, পুত্র সংসার ছিল, তারা সেগুলো বহন করেছেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণকে প্রীতি করেছেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধেতে তারা সর্বদা দেদীপ্যমান ছিলেন। তাদের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন—

''আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্যে বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয় আনন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাঁধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ৪। ১৯৭-২০১)

গোপী প্রেমের কয়েকটি গূঢ় কথা প্রকাশ করলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ এসব কথা লিখে গেছেন। প্রেমরাজ্যের উপরের কথা, অনাবিষ্কৃত কথা। পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা গোপীপ্রেমের কথা আলোচনার যোগ্য নই আবার আমাদের প্রভু যিনি, যাঁর চরণে অবনত হয়ে যাঁর ধাম পরিক্রমণ করতে এসেছি তিনি সেইটাই জানাতে এসেছেন, বড় আশ্চর্য্যের কথা। সেই প্রেম গৌরের আনা সম্পত্তি। নিজ ভক্তিরূপ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীগৌরহরি রাধাঠাকুরানীর থেকে ধার করে এনেছেন যেখানে কলির তান্ডব চলছে সেখানে। মহাপ্রভুর আনা সেই প্রেম কোথায় দেখা যেতে পারে? শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন—'গৌরস্যস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরা'। যে প্রেম প্রকাশিত বা বিলাসিত প্রেম যা ভক্তের হৃদয় থেকে এসেছে।

যদি চৈতন্যের ভক্ত হবেন, তার প্রথম কথা তাকে নির্ম্মৎসর হতে হবে। গৌরের কৃপা তিনিই পেতে পারেন যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ নেই, হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য নেই। যার চিত্ত হরিকীর্ত্তন করতে করতে, সেবা করতে নির্মল হয়েছে। যেমনটি গুণ্ডিচা মার্জনে মহাপ্রভু নিজের হৃদয়কে তুলে ধরেছিলেন। সেই রকম কোন ভক্তের প্রতি চৈতন্যদেবের বিজ্জৃম্ভিত কৃপা কণা পড়লে সেইদিন আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের চরণে রস সম্বন্ধ যুক্ত সেবা পেতে পারি। সেই ভাগ্য আমাদের লাভ হোক, এই প্রার্থনা।

ষষ্ঠদিবস—সকাল

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরম পুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥

(দশমূল শিক্ষা-৪)

হরি তাঁর পরাশক্তির থেকে অপৃথক হয়েও নিজ মহিমায় স্থিত রয়েছেন গোলকে। 'শক্তি শক্তিমতয়ো অভেদ'—এই একটি শ্রুতির সিদ্ধান্তের দ্বারা বোঝা যায় শক্তিমান তত্ত্ব ও তাঁর শক্তি অভিন্ন। সেই অনন্ত পরাশক্তি সম্পন্ন ভগবান তিনি তিনটে স্বাম্, অচিদ্ এবং জীব শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই তিনটে শক্তি মুখ্যতঃ চিদ জগত এবং অচিদ্ জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। ভগবান তিনি বিভু, ব্যাপক, লীলাময়, লীলা করতে গিয়ে তাঁর শক্তি এভাবে কাজ করছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, মানুষ এই যে সমস্ত জীব সব ভগবানের জীব শক্তির প্রকাশ এবং সেই

জীব শক্তি ভগবানের অত্যধিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলছেন—'সূক্ষ্মানাং আপি অহং জীব'। সবচেয়ে সূক্ষ্ম হলো জীব শক্তি। চিদ্‌শক্তির কাজ হচ্ছে ভগবানের চিন্ময়ধামকে পরিচালনা করা। চিদ্‌শক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময়ধাম প্রকটিত হয়েছে। ভৌম প্রপঞ্চেও ভগবান লীলাবিলাস করেন। চিদ্‌শক্তির দ্বারা ভগবানের ধাম, নাম, বিগ্রহ এবং ভগবদ্ভক্তগণ প্রকটিত থাকেন। এঁরা আমাদের মায়া থেকে ছাড়িয়ে উদ্ধার করবার জন্য এসেছেন। অতএব আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। মায়া শক্তির দ্বারা আমরা প্রপঞ্চে ঈশ্বরকে ভুলে বদ্ধ হয়ে রয়েছি।

কৃষ্ণ সূর্যসম; মায়া অন্ধকার—
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥''

(চৈঃ চঃ ম।২২।৩১)

চৈতন্য চরিতামৃতের সরল ভাবধারার মাধ্যমে বলছেন যে মায়াশক্তি কি? মায়া বহিঃরঙ্গা, ত্রিগুণাত্মিকা ও বিমুখ মোহিনী শক্তি।

ভগবান তিনি স্বতন্ত্র, তাঁর ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞান শক্তি রয়েছে। *(ক্রমশঃ)*

বিহার রাজ্যের অন্তর্গত আরা জিলায় আয়োজিত অন্তরাষ্ট্রীয় ধর্ম সম্মেলন

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ রামানুজাচার্য -এর ১০০০তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ০৪-১০-২০১৭ তারিখে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত আরা জিলায় আয়োজিত অন্তরাষ্ট্রীয় ধর্ম সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনীতিশ কুমার।

এছাড়া এই সভায় ১০০০ হাজারের উপর সাধু এবং ৭ থেকে ৮ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

উপরোক্ত ধর্ম সম্মেলনে ভাষণরত শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে নিঃশুল্ক চিকিৎসা সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১৫ই অক্টোবর, রবিবার ২০১৭ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত সাতজেলিয়া (৩নং দয়াপুর) অঞ্চলের ২২২ নং বুথে বীণাপানি অবৈতনিক দয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ১৩৬ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্) ও ডঃ মহাদেব মন্ডল মহাশয় সকাল ১২.৩০ টা হতে বৈকাল ৫.১৫ টা পর্যন্ত উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় ও গ্রামবাসীদের পক্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক সুদীন কুমার কয়াল এবং পার্শ্বশিক্ষিকা নমিতা মন্ডল এছাড়া গোপীনাথ মন্ডল, সুভাষ গায়েন (শিক্ষক), অমিত কুমার মিস্ত্রী, জয়ন্ত গায়েন, পুলক মন্ডল আদি সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও শোভাবাজার রাজবাড়ী দুর্গোৎসবে গৌড়ীয় মিশনের বুকস্টল

উর্জ্জাব্রতকালে শ্রীগোদ্রুমধামে অবস্থানকালে ভক্তসঙ্গে শ্রীল গোস্বামীপাদের কয়েকটি দৃশ্য

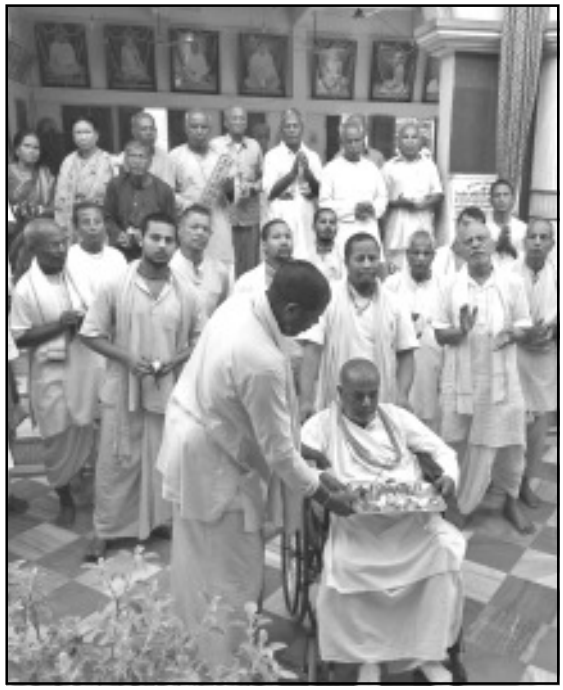

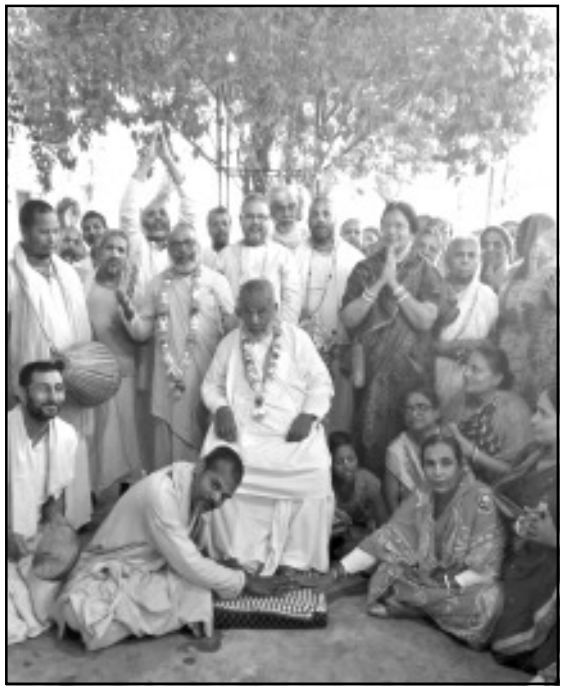

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/11/2017

SRI BHAKTIPATRA

PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003. Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj

R.N.I. - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরাষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (১০) শ্রীক্ষেত্র (হিন্দী) ও (১১) শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বড়ো) (১২) শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (১৩) শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ১৪) শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো গ্রন্থসমূহে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অংশ বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org